সমকাল সংবাদ

SAMOKAL SAMBAD Fortnightly

Vol - 2. Issue - 29. রবিবার. ১৫ মার্চ ২০২৬. RNI NO - WBBEN/2023/87762 Rs - 3 টাকা

ভাইরাল

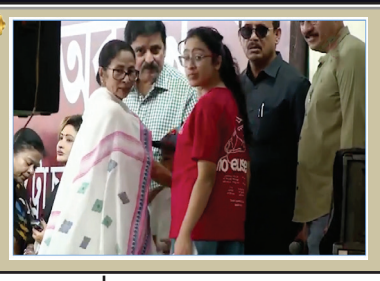

নাতি-নাতনিকে যখন জড়িয়ে ধরলেন Mamata Banerjee

SIR-এর প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্না দিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ধর্নার তৃতীয় দিনে সেই মঞ্চে হঠাৎ হাজির অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই সন্তান আজানিয়া ও আয়ংশ। দুজনকেই হাতজোড় করে নমস্কার করতেও দেখা যায় মঞ্চে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জড়িয়ে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশিপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওরা আসলে বাড়িতে তিন দিন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না তাই চলে এসেছে। আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এর সঙ্গে ধর্নার কোনও সম্পর্ক নেই।

টুকরো খবর

হরিশ রানার নিষ্কৃতি মৃত্যুর আর্জি মঞ্জুর সুপ্রিম কোর্টে

সংবেদনশীল মামলায় যুগান্তকারী রায় সুপ্রিম কোর্টের। ভারতে প্রথমবার ‘প্যাসিভ ইউথানাসিয়া’ অর্থাৎ নিষ্কৃতি মৃত্যুর আবেদনে সাড়া দিল শীর্ষ আদালত। গাজিয়াবাদের ৩২ বছর বয়সি হরিশ রানা দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে ‘পার্মানেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট’ বা, কোমায় আচ্ছন্ন। তাঁর পরিবার তাঁকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন। এই সংবেদনশীল মামলায় সব দিক খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা (Justice JB Pardiwala) এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের (Justices KV Viswanathan) ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার নিষ্কৃতি মৃত্যুর আবেদন মঞ্জুর করল।

ব্যারাকপুরে অত্যাধুনিক জেটি

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল লাগোয়া গঙ্গার তীরে নতুন রূপ পাচ্ছে আতপুর ফেরিঘাট। আধুনিক হয়ে সেটি পল্টন জেটি নামে পরিচিতি মেলায় স্বস্তিতে জেলার জলপথ ব্যবহার করে যাতায়াত করা নিত্য যাত্রীরা। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের প্রতিদিনের যাতায়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আতপুর ফেরিঘাট। গঙ্গা নদীর উপর নির্ভরশীল এই ঘাট দিয়ে হাজার হাজার মানুষ হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে যাতায়াত করে থাকেন। জগদ্দল বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত এই ব্যস্ত ফেরিঘাট দীর্ঘদিন ধরেই পরিকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এতদিন যাত্রী-দের ঝুঁকিপূর্ণ কাঠের সেতু ব্যবহার করে নৌকায় উঠতে ও নামতে হতো। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠত।
নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, সামান্য অসতর্কতায় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হত। অবশেষে সেই চিত্র বদলাতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের উদ্যোগে বিষয়টি সরকারিভাবে গুরুত্ব পায়।

প্রথম বার্তায় কী বললেন বাংলার নতুন রাজ্যপাল

সমকাল সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা। তার আগে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের ২২ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। শপথগ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বড় বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, বাংলাকে যাঁরা ভালবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালবাসে। আর রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে তাঁর প্রথম বার্তায় বাঙালি অস্মিতাই ছুঁয়ে গেলেন আর এন রবি।
বিদায়বেলায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখে মা দুর্গাকে স্মরণ করেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। আর নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর সেই মা দুর্গারই আশীর্বাদ চেয়ে রাজ্যবাসীকে বার্তা দিতে দেখা গেল আর এন রবিকে। লিখলেন - মা দুর্গার কাছে জ্ঞান এবং শক্তি প্রার্থনা করি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেবা করার জন্য। লোকভবনে নিজের নতুন যাত্রা শুরু করে শুধু এইটুকু বার্তাতেই নিজেকে সীমিত রাখেননি আর এন রবি। তাঁর লেখনীর পরতে পরতে উঠে এসেছে বাঙালি অস্মিতা। তিনি উল্লেখ করেছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে ঋষি অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র বোস এবং পরিশেষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম।

আর এন রবি-র বার্তা

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। বাংলাই ভারতের আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এই ভূমিই এমন এক মাটি যেখানে প্রাচীন বৈদিক জ্ঞানচর্চা বহু শতাব্দী আগে বিকশিত হয়েছিল। একই সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের বাণীও এখানে নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন রূপ পেয়েছিল। ভক্তি আন্দোলনের ধারাও এই অঞ্চলে শক্ত ভিত গড়ে তুলেছিল এবং পরবর্তীকালে সেই চেতনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
তাঁর সংযোজন, বিদেশি আক্রমণ এবং দীর্ঘদিনের শাসনের সময় যখন দেশের সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় ধ্বংসের মুখে পড়েছিল, তখনও বাংলার মাটি বহু মহান ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে। এই বাংলাতেই জন্ম নিয়েছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁর ভক্তি আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে নতুন দিশা দেখিয়েছিল।
পরবর্তীকালে এই বাংলাই উপহার দিয়েছে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে, যাঁদের ভাবনা ও দর্শন বিশ্বজুড়ে প্রভাব ফেলেছে। একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানও স্মরণ করেন তিনি। তাঁর রচিত ‘বন্দে মাতরম্’ এক সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী আহ্বানে পরিণত হয়েছিল।
এই ভূমির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে তিনি স্মরণ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও। তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও মানবতাবাদী চিন্তা কেবল বাংলাকেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। একই সঙ্গে বিপ্লবী চিন্তাবিদ ঋষি অরবিন্দ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামও উল্লেখ করেন তিনি।
নতুন রাজ্যপালকে নিয়ে বিতর্ক
রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গত ৫ মার্চ আচমকাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে হঠাৎ ইস্তফা দেন সি ভি আনন্দ বোস। তারপরই জানা যায়, আপাতত বাংলার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলাবেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন আইপিএস আর এন রবি। বিষয়টি নিয়ে একদমই খুশি ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোসের পদত্যাগ এবং নতুন রাজ্যপালকে নিয়ে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তিনি।
এসআইআর ইস্যুতে ধর্মতলায় ধর্না কর্মসূচি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মঞ্চ থেকেও আর এন রবিকে নিশানা করেছিলেন তিনি। অভিযোগ ছিল, আনন্দ বোসকে ‘ভয় দেখিয়ে’ সরানো হয়েছে এবং লোকভবনকে ‘বিজেপির দলীয় অফিস’ বানানোর পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। আর নতুন যিনি আসছেন, তিনি (আর এন রবি) বিজেপির প্যারেড করা ক্যাডার। সেই নতুন রাজ্যপালকে এদিন সামনে পেয়েই বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মনে করা হচ্ছে, দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্ত থেকেই মমতা আর এন রবিকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে - বাংলা কিন্তু অন্যরকম।

ডিএ ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা: গোটা রাজ্য জুড়েই বকেয়া ডিএ ইস্যুতে বিভিন্ন সরকারি অফিস, স্কুল কলেজের সামনে সকাল থেকেই পিকেটিং চলছে বলে জানিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তাঁদের সাফ কথা, সারাদিন ধরেই সেই অবস্থান চলবে। এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়াই মিলছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
রাজ্যের বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন যেমন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদ এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর ও আদালত অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিলেন তাঁরা।
সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর বিষয়ে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করেনি সরকার - এই অভিযোগেই আজ, ১৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে পূর্ণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগঠন। এদিকে একাধিক কর্মচারী সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের দিনকে সামনে রেখে বরাবরের মতোই কঠোর অবস্থানে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ রাজ্য সরকারি ও সরকার অধীনস্থ দফতরগুলিতে পূর্ণ বা অর্ধদিবস ছুটির সমস্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্ট জানিয়েছে, ধর্মঘটের দিনে সরকারি দফতরে ছুটির আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় রাখা হয়েছে যেমন মেডিক্যাল লিভ, চাইল্ড কেয়ার লিভ, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আর্নড লিভ।
এই তালিকার বাইরে ছুটি নিলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাছে শোকজ করা হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হলে একদিনের বেতন কাটা যেতে পারে। এমনকি জবাবদিহি এড়ালে ‘নন ডাইস’ হিসেবে সেই দিনটিকে গণ্য করা হতে পারে, যার ফলে কর্মজীবনের হিসাবেও একদিনের ছেদ পড়বে। কর্মচারী সংগঠন দাবি, ছয় লক্ষ শুন্যপদ রয়েছে, স্থায়ী পদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিয়োগ চলছে, সেখানে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হয়। তাছাড়া, স্থায়ী কর্মচারীদের ডিএ, পেনশনভোগীদের ডিয়ারনেস লিভ দেওয়া হোক। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক পক্ষ। কলকাতা হাইকোর্ট কর্মী সংগঠনের পাশাপাশি সমর্থন জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি, বামফ্রন্ট এবং একাধিক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন।

বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা: বেআইনি নির্মাণ নিয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুর মণিরামপুরে তুলসীচরণ অধিকারী নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় বৃদ্ধেক খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আছেন তৃণমূল কাউন্সিলার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এ বার বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা। ওই বাড়ির মালিক মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে কোন কোন বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলতে হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরসভা জানিয়েছে, বেআইনি অংশ ভাঙা না হলে পুরসভাই তা ভেঙে দেবে। যা নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ, এই সিদ্ধান্ত পুরসভা আগে নিলে বৃদ্ধের প্রাণ যেত না।

এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলার তথা ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তুলসীচরণ। অভিযোগ, কাউন্সিলার তাঁকে লাথি মারলে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় রবীন্দ্রনাথকে। এখনও তিনি দমদম সংশোধনাগারে বন্দি। পুরসভার পক্ষ থেকে আগেই বাড়ি মালিক মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিযোগকারী জয়ন্ত অধিকারীকে তলব করা হয়েছিল। বাড়ির প্ল্যান দেখে এবং সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর পুরসভায় বোর্ড মিটিং হয়।
পুরসভার তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওই বাড়ির প্রথম তলায় ১৫.৬৮৪ বর্গমিটার, মেজনোইন ফ্লোরে ২.৫৫ বর্গমিটার, দ্বিতীয় তলায় ১৪.২১১ বর্গমিটার বেআইনি ভাবে নির্মিত হয়েছে। সোমবার চিঠি দিয়ে মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন পুরপ্রধান।

বিধানসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষণ চালু করতে উদ্যোগী কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা: লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভা ও বিধান পরিষদগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ চালু করতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য একান্তে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে কেন্দ্র।
সরকারের ভাবনা হল, পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের পর এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ চালু করে দেওয়া। এজন্য প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া ২০২৩ সালেই সেরে রাখা হয়েছে। ওই বছর নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিল সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাশ করানো হয়।
তখন ঠিক হয়েছিল, ২০২৯ সালে ওই আইন অনুযায়ী সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ চালু করা হবে। ততদিনে জণগণনা এবং লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নতুন করে সীমানা পুনর্গঠন বা দুই ডিলিমিটেশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে।
কিন্তু সরকার এখন মনে করছে, জনগণনার কাজ শেষ হলেও ২০২৯- এর মধ্যে সীমানা পুনর্গঠন সম্পন্ন করা যাবে না। ফলে বহু বছরের জন্য মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি চাপা পড়ে যেতে পারে।
এখন তাই সরকারের ভাবনা হল সংরক্ষণ সংক্রান্ত অধিনিয়ম চালু করে লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভা ও বিধান পরিষদের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য এখনই চিহ্নিত করা হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট আসনগুলি কোনও কারণে শূন্য হলে সেটা মহিলা প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হবে।
যদিও রাজনৈতিক মহল শেষ করে বিরোধী নেতাদের একাংশ মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই ভাবনার পেছনে কাজ করছে, এক দেশ এক ভোট নীতি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন সময় থেকে এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা চালু করার ভাবনা আছে মোদী সরকারের। তার আগে সরকার মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ চালু করে নিতে চায় বলে মনে করা হচ্ছে।
২০২৩-এ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিলটি সংসদে আলোচনা সময়ে বিরোধীরা বারে বারে সেটি দ্রুত কার্যকর করার দাবি তুলেছিল। সরকার পক্ষেরও কেউ কেউ দাবি করেন, এই সংরক্ষণের বিষয়টি ফেলে রাখা ঠিক হবে না। মহিলাদের একাধিক সংগঠনে এই ব্যাপারে সরকারের কাছে জোরদার দাবি জানায়। সরকারের শীর্ষ মহল এখন মনে করছে, পূর্ব ঘোষণা থেকে সরে এসে এখনই সংরক্ষণ চালু করে দেওয়া যেতে পারে। তাতে সরকার, বিরোধী কোন পক্ষেরই ক্ষতি নেই।

ভোটারদের আপিল শুনতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালই। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যেসব আবেদন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাতিল হয়েছে, সেগুলোর আপিল শুনতে একটি বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। সেই ট্রাইব্যুনালের নেতৃত্বে থাকবেন একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর সঙ্গে থাকবেন প্রাক্তন বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে রাজ্য ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য সরকারের হয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রার্থী মেনকা গুরুস্বামী। সেই আবেদনের ভিত্তিতে শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। কেন এ ধরনের আবেদন করা হল, তা নিয়ে বিরক্তিপ্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। রাজ্যের আইনজীবী মেনকার উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা কাজ করছেন। এসআইআরের তদারকিতে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না।’ এই নির্দেশের অন্যথা হলে জরিমানা হতে পারে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। যদিও মেনকা জানান, তাঁরা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছেন না।

৫ বছরেই কীভাবে বদলাবে কলকাতা-দুর্গাপুরের যাতায়াত ব্যবস্থা?

সমকাল সংবাদ: পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ণ দ্রুত গতিতে বাড়লেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ এবং যানজট। বর্তমানে রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ শহরে বাস করেন, যার একটি বিশাল অংশ কলকাতা এবং পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেই। কিন্তু এই শহরগুলির পরিবহণ ব্যবস্থা এখনও পুরনো ধাঁচেই রয়ে গিয়েছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই পরিস্থিতিতে ২০৩১ সালের মধ্যে এক টেকসই এবং আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি নতুন রোডম্যাপ বা রূপরেখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। সেই চার্টার বা রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে ওসাসটেনেবল মোবিলিটি নেটওয়ার্ক-র তরফে। যে ছাতার তলায় একাধিক নাগরিক মঞ্চ আছে।

সংকটের মুখে বর্তমান পরিবহণ ব্যবস্থা

বিশেষজ্ঞদের মতে, কলকাতা বিশ্বের অন্যতম যানজটপূর্ণ শহর হিসেবে পরিচিত। এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অপরিকল্পিত যানবাহন বৃদ্ধি এবং রাস্তার তুলনায় গাড়ির আধিক্য। শহরের সরকারি বাসের সংখ্যা ৬,০০০ থেকে কমে ৩,৫০০-তে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে ৭২ শতাংশ যাত্রীই অতিরিক্ত ভিড়ের সমস্যায় ভোগেন। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, কলকাতার অধিকাংশ বাসই পুরনো ডিজেল চালিত, যা বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। আসানসোল এবং দুর্গাপুরের অবস্থাও তথৈবচ।

২০৩১-এর লক্ষ্য: আধুনিক ও জনবান্ধব পরিকাঠামো

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সমস্যা সমাধানে বেশ কিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেজন্য তাঁরা কয়েকটি পরিকল্পনা দিয়েছেন।

১) ডেডিকেটেড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি ও ফান্ড: কলকাতা এবং পশ্চিম বর্ধমানের জন্য পৃথক পরিবহণ সংস্থা গঠন করতে হবে। ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল ব্যবহার করে একটি ওআর্বান ট্রান্সপোর্ট ফান্ড তৈরি করা দরকার, যা সরাসরি পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করা হবে।

২) বাস পরিষেবার মানোন্নয়ন: প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য অন্তত ৬০টি আধুনিক বাস নিশ্চিত করতে হবে। এই বাসগুলিতে লো-ফ্লোর, এয়ার কন্ডিশনার, র‍্যাম্প এবং এমার্জেন্সি বাটনের মতো সুবিধা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি নাগরিকের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথের মধ্যে বাস স্টপেজ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে।

৩) বৈদ্যুতিক যানবাহনে জোর: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ইভি-র হার মাত্র ১.৫ শতাংশ, যা দেশের মধ্যে বেশ কম। লক্ষ্য হওয়া উচিত যে ২০৩১ সালের মধ্যে সমস্ত নতুন বাস এবং অন্তত ৫০ শতাংশ অটো-রিকশাকে বৈদ্যুতিক মডেলে রূপান্তরিত করা। প্রতি ২০টি ইভির জন্য একটি চার্জিং পয়েন্ট এবং তার অন্তত অর্ধেক পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি (সৌরবিদ্যুৎ) দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

নারী সুরক্ষা ও গতিশীলতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে কলকাতা ও দুর্গাপুরের প্রায় অর্ধেক মহিলা যাত্রী এই সুবিধা পেলে গণপরিবহন ব্যবহারে আরও উৎসাহিত হবেন। এটি কেবল তাঁদের স্বনির্ভরতাই বাড়াবে না, বরং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি করবে। এছাড়া, পরিবহণ কর্মীদের নিয়মিত জেন্ডার সেনসিটাইজেশন বা লিঙ্গ-সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের গুরুত্ব

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, শহরাঞ্চলে যাতায়াতের ৬০-৭০ শতাংশই চার কিলোমিটারের কম দূরত্বের। তাই 'পিপল-ফার্স্ট' জোন তৈরি করে ফুটপাত এবং সাইকেল ট্র্যাকের ওপর জোর দিতে হবে। বিশেষ করে স্কুল জোনগুলোতে নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং পুরনো দূষণকারী গাড়ি স্ক্র্যাপ করার জন্য সরকারি ইনসেনটিভ প্রদান করা সময়ের দাবি।

রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান বিতর্কে রাজ্যের রিপোর্ট চাইল শাহী-মন্ত্রক

সমকাল সংবাদ: বিধানসভা নির্বাচনের কারণে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি, একাধিক ইস্যু নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে সংঘাত লেগেই চলেছে। আর এই আবহে বাংলায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর 'অসম্মান' নিয়ে যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে তা আরও তীব্র হল। এবার বিষয়টি নিয়ে আসরে নামল অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাষ্ট্রপতির বাংলা সফরে শনিবার দিনভর কী কী ঘটেছে, প্রশাসন কী করেছে, তা জানতে চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন। এমনকী, চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এদিনই বিকেল ৫টার মধ্যে চিঠির উত্তর দিতে বলা হয়েছে মুখ্যসচিবকে।

শিলিগুড়ি মহকুমার গোঁসাইপুরে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে রাষ্ট্রপতি বলেন, এত চেয়ার ফাঁকা কেন? আমি বুঝতে পারছি কেউ বাধা দিচ্ছে। এরপর শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর গিয়ে এলাকা ঘুরে দেখেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছোট বোনের মতো। আমিও তাঁরই মতো বাংলারই মেয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। মমতা বোধহয় আমার উপর রাগ করেছেন, তাই আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি নিজে আসেননি এবং তাঁর কোনও মন্ত্রীও আসেননি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি বলেন, আমার মনে কেউ সাঁওতালদের আটকাচ্ছে। কেউ মনে হয় চায় না ওদের উন্নতি হোক, ওরা একজোট হোক। কেউ মনে হয় সাঁওতাল শিক্ষিত হোক, শক্তিশালী হোক। রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য সামনে আসার পরই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়।

এরপরেই কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আপনাকে শ্রদ্ধা করি। দেশের এক নম্বর চেয়ার আপনার। ভোটের আগে রাজনীতি করবেন না। কত আদিবাসীর নাম কেটে দিয়েছে। জানেন আপনি? আবার রাষ্ট্রপতিকে 'অসম্মান' নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সত্যিই সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অসম্মানের জন্য তাদের প্রশাসনই দায়ী। এরপর তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা বাড়তে থাকে। দুই দলেরই একাধিক নেতা এই নিয়ে পরস্পরকে তোপ দাগেন। এই আবহে রবিবার সকালে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব চিঠি লিখে কড়া বার্তা পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিল্লির নর্থ ব্লকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

সাধারণভাবে রাষ্ট্রপতি কোনও রাজ্যে এলে তাঁকে স্বাগত জানানোর কথা কোনও মন্ত্রীর। উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যপালের। তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ এই মুহূর্তে ফাঁকা রয়েছে। কারণ, সদ্যই সিভি আনন্দ বোস ইস্তফা দিয়েছেন।

তুলে নিলেন ধরনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: 'অনেকটা বিচার পাওয়ায়' পাঁচদিন পরে ধর্না তুলে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) বিরোধী যে ধরনা চালাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তা মঙ্গলবার তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচন কমিশন। 'অনেকটা বিচার পাওয়ায়' আপাতত ধরনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই রেশ ধরে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, 'লেংড়ে চলা সরকার।'

তারইমধ্যে অনেকটা বিচার পাওয়া গিয়েছে বলতে মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝাতে চেয়েছেন, সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আমাদের আইনজীবীরা তুলে ধরেছেন যে, বিজেপির কারচুপির কারণে বৈধ ভোটারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে তাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তারা আপিল করার সুযোগও পাচ্ছেন না।'

'নির্বাচন কমিশনকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট'

তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অ্যাপে ত্রুটি তৈরি করছে যাতে বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় এবং ভোটার তালিকা তৈরির কাজ পিছিয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে ভর্ৎসনা করেছে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বৈধ ভোটাররা যাতে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করার জন্য, সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে বলেছে এবং কলকাতা হাইকোর্টকে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে। এটি গণতন্ত্রের জয় এবং মা-মাটি-মানুষের জয়। এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরন্তর সংগ্রাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অবিরাম লড়াইয়ের জয়।'

মমতার দেখানো পথেই জয়

সেইসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'এটি বাংলার জয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথ দেখিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সেই পথেই চলেছে। বাংলার ১০ কোটি মানুষের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের সব দাবি সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করে নিয়েছে। যখন আমরা ম্যাপড ভোটারদের বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম, সুপ্রিম কোর্ট আশ্বাস দিয়েছে যে নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পরেও যদি নির্বাচনের এক দিন আগেও কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি দেখবে যাতে দেশের কোনও বৈধ ভোটার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

সারদা দুর্নীতিতে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা: সারদা চিটফান্ডের আর্থিক দুর্নীতির মামলার তদন্তে বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশনের আর্থিক হিসেব-নিকেশ-সহ যাবতীয় রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য এই কমিশন গঠন করেছিল। ২০১৩ সালে কমিটিকে এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্ত করে আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের হাতে থাকা ওই রিপোর্ট, মামলার সব পক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমানতকারীদের তরফে আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তী ও অরিন্দম দাস বলেন, "এতদিনে ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে সারদা সংক্রান্ত শ্যামল সেন কমিশনের যাবতীয় বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সামনে আসবে। সেই ক্ষেত্রে নতুন করে এই রিপোর্ট নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে। আদালতে চিটফান্ডের মামলাগুলির শুনানির সময় সিবিআই ও ইডির আইনজীবীদের অনুপস্থিতি নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষোভপ্রকাশ করে। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বলেন, "চিটফান্ডের যাবতীয় তদন্ত এই দুই সংস্থার হাতে। এদের যাবতীয় হিসেবের নথিও এই দুই সংস্থার কাছে। অথচ লক্ষ করছি, ৯০ শতাংশ চিটফান্ডের মামলায় এই দুই এজেন্সির আইনজীবী গরহাজির থাকছেন।কেন্দ্রীয় সরকারের এক আইনজীবীকে সতর্ক করে আদালতের নির্দেশ, "এই গরহাজিরা নিয়ে অ্যাডিশনার সলিসিটির জেনারেলকে জানান। এরপর এইভাবে চললে, আমি পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব। ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে গ্রেফতার হয় সারদা কাণ্ডের মূল মাথা সুদীপ্ত সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবযানী মুখোপাধ্যায়। এর পরদিন ২৪ এপ্রিল গেজেট নোটিশের মাধ্যমে বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশন গঠনের ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। বিচারপতি শ্যামল সেন ছাড়াও এই কমিটিতে ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তিনি হন কমিশনের চেয়ারম্যান। এছাড়া আরও চারজন সদস্য ছিল কমিশনে। নোটিশটি জারি করেছিলেন তৃণমূল সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য এই কমিশন বন্ধ করার পর তহবিলে থাকা টাকা ও যাবতীয় হিসেব-নিকেশ রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দেয় কমিশন। তার প্রতিলিপি জমা পড়ে হাইকোর্টে। তারপর সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেনি হাইকোর্ট। এই রিপোর্ট প্রকাশের আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল।

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা: রাজনীতি, সংবিধান ও কৌশলের অঙ্ক

সমকাল সংবাদ: পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে-এমন জল্পনা নতুন নয়। গত কয়েক মাস ধরেই রাজ্যের রাজনৈতিক অন্দরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। সাধারণভাবে অনেকের মনে হতে পারে যে শুধু বিরোধী শিবির, বিশেষত ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে রাজনীতি করছে। কিন্তু বাস্তব রাজনীতির হিসেব বলছে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-এর পক্ষেও রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সহজ নয়। বরং রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখনও কখনও এমন মোড় নেয় যেখানে শাসক দলও সেই পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, ভারতের একাধিক রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের পর নির্বাচনে শাসক দল 'শহিদের' মর্যাদা পেয়ে ভোটে বাড়তি সহানুভূতি লাভ করেছে। সেই কারণে অনেকে মনে করছেন, ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাম্প্রতিক ধর্ণা কর্মসূচি কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ নয়, বরং সম্ভাব্য এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলার প্রস্তুতিও হতে পারে। যদি সত্যিই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়, তাহলে তৃণমূল গোটা রাজ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে-এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন মানে রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। সাধারণত রাজ্যপালের সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তবে ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই জল্পনা নতুন করে উসকে দিয়েছে রাজ্যপাল পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বর্তমানে রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস হলেও নতুন করে রাজ্যপাল হিসেবে আর. এন. রবি-র নাম সামনে এসেছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। তিনি আগে তামিলনাড়ু-এর রাজ্যপাল ছিলেন এবং সেখানকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বহু বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এমনকি তাঁর কিছু পদক্ষেপ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছিল।

এই পরিস্থিতিতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন, নতুন রাজ্যপাল দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক প্রশ্নে সংঘাত বাড়তে পারে। বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফরকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা রাজনৈতিক আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সফরের সময় প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। যদিও এই ধরনের বিষয় সাধারণত প্রশাসনিক স্তরেই নিষ্পত্তি করা হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশের সাংবিধানিক প্রধান। তাই রাষ্ট্রপতির প্রতিটি মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অতীতে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যেখানে প্রোটোকল সংক্রান্ত সমস্যা হলেও রাষ্ট্রপতি ভবন তা নীরবে প্রশাসনিকভাবে মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

তবে বাস্তবতা হল, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা এখন আর সহজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। একাধিক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শুধুমাত্র চরম সাংবিধানিক সংকট বা প্রশাসনিক ভাঙনের পরিস্থিতিতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অতীতে অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ায় আদালত তা নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে-এমনটা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে নতুন করে আরেকটি প্রশ্ন সামনে এসেছে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে। প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তার অভিযোগ উঠেছে। যদি এই বিষয়টি আদালতে গিয়ে জটিল রূপ নেয় এবং নির্বাচন পিছিয়ে যায়, তাহলে সাংবিধানিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

সেই ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভা ও সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা কার্যত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন সেটিকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলা কঠিন হবে। বরং পরিস্থিতির পরিণতি হিসেবেই তা ঘটতে পারে।

অবশ্য রাজনৈতিক অঙ্ক এখানেই শেষ নয়। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে একদিকে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'বাংলার উপর আক্রমণ'-এর অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করতে পারে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও সেই সময়কে ব্যবহার করে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনমত গঠনের চেষ্টা করবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত বা অবকাঠামো উন্নয়নের মতো বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের চেষ্টা হতে পারে। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে দুই পক্ষের কাছেই সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ-দুটোই তৈরি করতে পারে। সব মিলিয়ে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনা এখনো জল্পনার স্তরেই রয়েছে। তবে রাজনীতি, প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থার সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, তার উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত। বাংলার আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে এই প্রশ্ন তাই নিছক সাংবিধানিক বিতর্ক নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হয়ে উঠেছে।

SIR ঝড়ে ভূত কি সত্যিই উড়ল? ভোটার তালিকার ডালে রইল কারা

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মানেই কেবল দেওয়াল জুড়ে রংচঙে স্লোগান বা মাইকে ঝড় তোলা প্রতিশ্রুতি নয় । তার আড়ালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ফিরে আসে এক অদ্ভুত উপাখ্যান- ভোটার তালিকায় নাকি এখনও তেনারা আছেন ! পাড়ার যে ঠাকুমা এক যুগ আগে প্রয়াত, ভোটের দিন তিনিও নাকি বুথে গিয়ে দায়িত্ব পালন করেন ! স্বভাবতই, বাংলার ভোটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভূতুড়ে ভোটারের প্রসঙ্গ !

এমন আবহে নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ফুল বেঞ্চ নিয়ে বঙ্গ সফরে এসেছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । কোনও রাখ ঢাক না রেখেই তিনি স্পষ্ট করেছেন, বাংলার ভোটার তালিকা থেকে ভূতুড়ে ভোটার তাড়াতেই ঝওজ-এর উদ্যোগ। আশ্বাসের সুরে বলেছেন, "কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায়, কোনও অবৈধ ভোটার যেন ভোট দিতে না পারে-এটাই এসআইআরের একমাত্র লক্ষ্য" কিন্তু ঝওজ-ঝড়ে 'ভূত' কি সত্যিই উড়ল ? ভোটার তালিকার ডালে কারা রইল, কারা পগারপার ?

ভূতুড়ে ভোটার-বাংলার ভোটের চির চেনা চরিত্র। এই অভিযোগ নতুন নয় । বাম আমল থেকে পালাবদলের পর তৃণমূল জমানা-

সরকার বদলেছে, কিন্তু ভূতুড়ে ভোটার-এর গল্প বদলায়নি । হার-জিতের ব্যবধান যখন কয়েক হাজারে আটকে যায়, তখন এই অদৃশ্য নামগুলিই হয়ে ওঠে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু । বিরোধীরা বারবার বলেছে, ভোটার তালিকার ফাঁকফোকরই নাকি ক্ষমতার পাল্লা ভারী করে । অভিযোগের তীর কখনও গিয়েছে শাসকের দিকে, কখনও কমিশনের গাফিলতির দিকে । কিন্তু তালিকার পাতায় অমর হয়ে থাকা ভূতুড়ে নামগুলো যেন বারবার ফিরে আসে-নতুন বিতর্ক, নতুন রাজনৈতিক ঝড় নিয়ে।

এসআইআরের ঝাপটায় ভূত কি সত্যিই উধাও ? নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-টানা চার মাস ধরে বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা, মৃত ভোটারের নাম বাদ, নথি যাচাই-দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত সংশোধিত চূড়ান্ত তালিকা । কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, মোট ভোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪ । অর্থাৎ প্রায় ৬২ লক্ষ নাম বাদ ! সংখ্যাটা চমকপ্রদ । কিন্তু এখানেই শেষ নয় । আরও ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম রয়েছে বিবেচনাধীন তালিকায় । আদালত-নিযুক্ত কমিটির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । ফলে প্রশ্ন উঠছে, SIR ঝড় বয়ে গেলেও ভূতেদের সব ডাল কি ফাঁকা হয়েছে ? নাকি কোথাও এখনও রয়ে গেছে তেনাদের ছায়া !

মমতার স্ট্র্যাটেজিতেই মমতাকে মাতের চেষ্টা? ভবানীপুরে শুভেন্দু?

সমকাল সংবাদ: ছাব্বিশের ভোটেও কি সরাসরি লড়াই হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর? তেমনই সম্ভাবনা উঠে এসেছে। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শুভেন্দুকে দাঁড় করানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। তাঁদের মতে, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সবথেকে হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে ওজনদার কাউকেই দাঁড় করাতে হবে। আর সেক্ষেত্রে শুভেন্দুর থেকে হেভিওয়েট প্রার্থী পদ্মশিবিরে নেই বলে মনেই করছে ওই মহল। যদিও আপাতত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মমতার স্ট্র্যাটেজিতেই মমতাকে মাতের চেষ্টা?

আর যদি সেটাই হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর স্ট্র্যাটেজিই তাঁর বিরুদ্ধেই বিজেপি প্রয়োগ করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কারণ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন 'বিজেপি-বিজেপি' রব উঠেছিল, সেইসময় চমক দিয়ে সবথেকে 'কঠিন' আসন নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নিজেই দাঁড়িয়েছিলেন মমতা। সামান্য ভোটে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু 'সুরক্ষিত' বা 'সেফ' আসন থেকে না হলে তিনি যে সবথেকে 'কঠিন' আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেই বিষয়টি ইতিবাচক বার্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও রাজ্যের মানুষের কাছে। ফলে দিনের শেষে হেরে গেলেও মমতা আসল কাজটা করে দিয়েছিলেন।

নন্দীগ্রামে কে প্রার্থী হবেন?

এবার ঠিক সেই কৌশলই মমতার বিরুদ্ধে বিজেপি ব্যবহার করতে চায় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও ২০২১ সালে মমতা নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর ছেড়ে শুধুমাত্র নন্দীগ্রাম থেকে লড়াই করেছিলেন, শুভেন্দুর ক্ষেত্রে সম্ভবত সেরকম হবে না বলে সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুভেন্দু জানিয়েছেন যে তিনি নন্দীগ্রাম থেকেও লড়তে চান। কারণ নন্দীগ্রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাই নিজের কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। সেক্ষেত্রে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও শুভেন্দুকে দাঁড় করানো হতে পারে বলে সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

শুরুতেই ভবানীপুরের প্রার্থীর নাম ঘোষণা

শেষপর্যন্ত অবশ্য সেটা হবে কিনা, তা তিন-চারদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ক্ষেত্রে যে ভুলটা করেছিল বিজেপি, এবার সেটা করতে চাইছে না। অভিষেকের কেন্দ্র থেকে নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পদ্মশিবির এতটাই দেরি করেছিল যে ততদিনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এবার তাই বিজেপি প্রথম দফার তালিকায় ভবানীপুরের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

LPG সিলিন্ডার সঙ্কটের কোপ নৈহাটির বড়মার মন্দিরে, সোমবার থেকে বন্ধ ভোগ বিতরণ

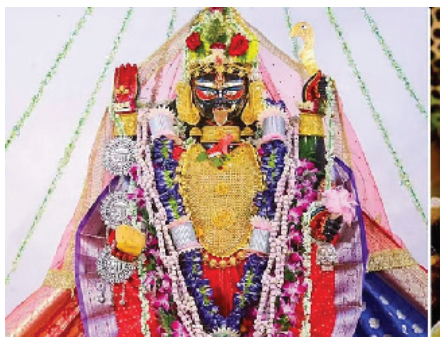

নিজস্ব সংবাদদাতা: LPG সিলিন্ডার সঙ্কটের প্রভাব এ বার নৈহাটির বড়মা কালী মন্দিরে। আগামী সোমবার থেকে ভক্তদের জন্য অন্নভোগ বিতরণ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কমিটি। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের পর্যাপ্ত জোগান না মেলায় মন্দির কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

সাধারণত প্রতি সপ্তাহের সোম, বুধ ও শুক্রবার মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় ৭০০ জন ভক্তকে বসিয়ে ভোগ খাওয়ানো হয়। এ ছাড়াও, শনি ও মঙ্গলবার প্রায় ৩০০০ ভক্তের মধ্যে নিঃশুল্ক ভোগ বিতরণ করা হয়। বিপুল এই আয়োজনের জন্য প্রচুর পরিমাণ রান্নার গ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজনীয় গ্যাস সিলিন্ডার না মেলায় ভোগ রান্না ব্যাহত হচ্ছে। বড়মার মন্দিরে এই পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় ভক্তদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছে।

মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এই পরিস্থিতি চিরস্থায়ী নয়। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হলেই ফের পুরোনো নিয়ম মেনে ভক্তদের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করা হবে।বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডার জোগাড় করতে মন্দির কমিটিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। যার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নৈহাটির বড়মা-র পুজো প্রায় ১০০ বছরের প্রাচীন। নৈহাটি-সহ রাজ্যের একাধিক জেলার মানুষের ভক্তি-আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে বড়মা। দীপান্বিতা অমাবস্যায় নৈহাটির অরবিন্দ রোডের উপরে বিশাল প্রতিমার পুজো করা হয়। আর সারা বছর অরবিন্দ রোডের উপরে অবস্থিত মন্দিরে মায়ের কষ্টিপাথরের মূর্তি পুজো হয়। তবে, ২০২৩ সালের আগে মন্দিরে বড়মার ছবিতে পুজো হতো। প্রতিদিন প্রায় হাজার ভক্ত ভিড় জানান মায়ের দর্শনে। এখন নৈহাটির বড়মার মন্দিরে আবার কবে থেকে অন্নভোগ মিলবে সেই দিকেই এখন তাকিয়ে হাজার হাজার ভক্ত।

নয়া ট্রেন, ৪২০ কিমি জাতীয় সড়ক- বাংলাকে ১৮,৬৮০ কোটি টাকার উপহার মোদীর, কী কী?

অসিম দেবনাথ: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে শনিবার প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে, শনিবার পশ্চিমবঙ্গকে মোট ১৮,৬৮০ কোটি টাকার উপহার দেবেন মোদী। আর সেটার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি উপহার সড়ক এবং রেলপথ। সবমিলিয়ে ৪২০ কিলোমিটার মতো জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। যার মূল্য ১৬,৯৯০ কোটি টাকার মতো। তাছাড়াও নয়া ট্রেনকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী। অমৃত ভারত প্রকল্প-র আওতায় নবরূপে সজ্জিত ছটি স্টেশনের উদ্বোধন করবেন। তাছাড়াও আরও কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর থেকে কী কী 'উপহার' পাবে রেল?

১) পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

২) পশ্চিমবঙ্গের আরও ছটি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্প-র আওতায় আনা হচ্ছে - কামাখ্যাগুড়ি, তমলুক, হলদিয়া, বীরভূম, আনাড়া এবং সিউড়ি।

৩) বেলদা থেকে দাঁতনের মধ্যে তৃতীয় লাইনের উদ্বোধন করা হবে। রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬ কিলোমিটার। আর ওই লাইনের ফলে ওই অংশে চাপ কমবে। আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন চালানো যাবে। আরও দ্রুত পৌঁছানো যাবে গন্তব্যে।

৪) কলাইকুন্ডা এবং কানিমোহুলির মধ্যে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিংও চালু করা হবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত কী কী উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন?

১) ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

২) ১১৬এ নম্বর জাতীয় সড়কের ২৩১ কিমি দীর্ঘ চার লেনের খড়্গপুর-মোরগ্রাম অর্থনৈতিক করিডরের পাঁচটি অংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। যে প্রকল্প খড়্গপুর এবং শিলিগুড়ির মধ্যেকার অর্থনৈতিক করিডরের একাংশ। যা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের মধ্যে দিয়ে যাবে। সেই প্রকল্পের ফলে খড়্গপুর এবং মোরগ্রামের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটারের মতো কমে যাবে। সেইসঙ্গে যাতায়াতের সময় কমে যাবে সাত-আট ঘণ্টা।

৩) ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে চার লেনের দুবরাজপুর বাইপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। যে বাইপাসের দৈর্ঘ্য হবে ৫.৬ কিমি। তার ফলে যাতায়াতের সময় এক ঘণ্টার মতো কমে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে।

৪) ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে কংসাবতী এবং শিলাবতীর উপরে আরও একটি চার লেনের ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকরবেন।

জ্বালানি সংকটে বড় পদক্ষেপ! LPG-র বিকল্পে রেশনে ফিরছে কেরোসিন, বাংলার জন্য কত বরাদ্দ কেন্দ্রের?

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামামা এবং তার প্রভাবে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ ও আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বড়সড় স্বস্তির খবর শোনাল কেন্দ্রীয় সরকার। তৃণমূল স্তরে জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ফের রেশনের মাধ্যমে কেরোসিন তেল বিলির পথ প্রশস্ত করল কেন্দ্র। ২০২২ সাল থেকে পরিবেশ দূষণের কারণ দেখিয়ে রেশনে কেরোসিন সরবরাহ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেই সিদ্ধান্তে সাময়িক বদল এনে কেরোসিনকেই বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের আবহে এলপিজি-র হাহাকার চরমে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে চিঠি লেখে রেশন ডিলারদের সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন' বা সহজ কথায় রেশন ডিলারদের সংগঠন। সংগঠনের তরফে দ্রুত কেরোসিন চালুর দাবি জানানো হয়। সেই চিঠির প্রেক্ষিতেই কেন্দ্র পুনরায় কেরোসিন সরবরাহে ছাড়পত্র দিয়েছে। নয়া দিল্লি সূত্রে খবর, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রেশন দোকানগুলিতে কেরোসিন তেলের জোগান শুরু হয়ে যাবে। যা এই প্রকার জ্বালানি-আতঙ্কের আবহে প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত বলেই মত একাংশের। তবে তা যে স্থায়ী হবে এমনটা নয়। সাময়িক ভাবে কেরোসিনের গণবণ্টনে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। কতটা সময়ের জন্য এই ছাড়পত্র, তা এখনও জানা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ছাড়পত্র

পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই দফায় মোট ৪ হাজার ১০০ কিলো লিটার কেরোসিন তেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, রাজ্যের কাছে এই পরিমাণ তেল দ্রুত সংগ্রহ করার মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে এই তেল তুলে নিতে হবে এবং তারপর রেশন ডিলারদের মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি রেশন ডিলাররা। তবে তাঁরা এই ছাড়পত্রকে কেবল সাময়িক হিসেবে দেখতে নারাজ। বিশ্বম্ভর বসুর কথায়, বর্তমান বাজারে গ্যাসের যা আকাশছোঁয়া দাম, তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ডিলারদের দাবি, এই সরবরাহ যেন স্থায়ীভাবে বজায় রাখা হয়। আপাতত এই ছাড়পত্র কতদিনের জন্য দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট না হলেও, সংকটের মুহূর্তে কেরোসিনের এই প্রত্যাবর্তন আমজনতাকে অনেকটাই স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সত্যিই কি বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়ছেন তিলোত্তমার বাবা বা মা? কী বলে এলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের সময় থেকেই রাজনৈতিক যোগ নিয়ে জল্পনা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। তবে নিজেদেরকে বরাবরই 'অরাজনৈতিক' গণ্ডীতেই রাখতে চেয়েছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। যখন যে দল তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের সঙ্গে প্রতিবাদের সুর চড়িয়েছেন, সবার সঙ্গেই সৌজন্য বজায় রেখেছেন। তবে যে ঘটনায় বারবার রাজ্য সরকার তথা প্রশাসনের দিকে আঙুল উঠেছে, সেখানে বিরোধীদের জোর ছিল কিছুটা বেশি। এবার ভোট কাছে আসতেই জল্পনা আরও বেড়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে তিলোত্তমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন তিলোত্তমার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাঁকে। বেশ কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন তিনি। তারপর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদেক মুখোমুখি হন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন তিলোত্তমার বাবাও।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তিলোত্তমার বাবা বা মা-কে বিজেপি টিকিট দেবে কি না, এমন জল্পনা ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। তবে এদিন তিলোত্তমার বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ভোটে লড়তে চান না। শুধুই মেয়ের ন্যায়বিচার চান। এদিকে, অর্জুন সিং-এর দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক কথা বলতে আসেননি। ব্যক্তিগত তথা বলতে এসেছিলেন।

তিলোত্তমার বাবা কিছুদিন আগে অভিযোগ তুলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁরা কোনও সাহায্য পাননি। এরপরই অর্জুন সিং গিয়েছিলেন বলে দাবি তাঁর। তিনি বলেন, "ওঁরা এতদিন আসেননি, তাই এখন খোঁজ নিতে এসেছেন। ওঁরা বুঝেছেন যে ভুল করেছেন। প্রার্থী হওয়ার কথা বলবেন, সেই মুখ নেই।" তবে প্রার্থী হতে চান না বলেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিলোত্তমার বাবা।

রাষ্ট্রপতির বঙ্গ সফরে বিতর্ক, কেন্দ্রের সুপারিশ মেনে জেলাশাসককে সরাল নবান্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গসফর ঘিরে তৈরি হওয়ার জটিলতার দায় দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের ঘাড়েই চাপাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। দুই শীর্ষ আধিকারিককে পদ থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠানোর সুপারিশ করেছিল অমিত শাহের মন্ত্রক। সেই নির্দেশ মেনে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়া হল। গত শনিবার রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফরে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠানস্থলের আচমকা পরিবর্তন ও প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় কড়া অবস্থান নেয় মোদি সরকার। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণিশ মিশ্রকে সরানোর সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশের একটা অংশ মেনে নিয়েছে নবান্ন। মণিশ মিশ্রকে করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বিশেষ সচিব। দার্জিলিংয়ের নতুন জেলাশাসক হলেন সুনীল আগরওয়াল

মতুয়া মহামেলা উপলক্ষে চলবে ২৮টি বিশেষ ট্রেন, জেনে নিন সময়সূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা: মতুয়াদের বিশেষ বার্ষিক মহামেলাকে কেন্দ্র করে ফি বছরই অগুন্তি ভক্তের ঢল নামে ঠাকুরনগরে। মতুয়া মহামেলায় ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। আগামী ১৬ থেকে ২০ মার্চ, মতুয়া মহামেলা চলাকালীন শিয়ালদহ বিভাগের ঠাকুরনগর স্টেশন পর্যন্ত মোট ২৮টি স্পেশাল ট্রেন চলবে।

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, এই বিশেষ ট্রেনগুলি ঠাকুরনগর ও গেদে, লালগোলা, ক্যানিং এবং নামখানা রুটের মধ্যে চলাচল করবে এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য আপ ও ডাউন লাইনের সমস্ত স্টেশনে থামবে। শুধু মতুয়া মহামেলা নয়, ঈদের ভিড় সামাল দিতেই এই ট্রেনের ব্যবস্থা বলে জানা গিয়েছে। ভোটমুখী বঙ্গে বিশেষ ট্রেন পরিষেবার ঘোষণায় খুশি শিয়ালদা-ঠাকুরনগর রুটের বাকি বাসিন্দারাও।

সোমবার, ১৬ মার্চ (৪টি ট্রেন), সকাল ১১টা ২০মিনিট: গেদে-ঠাকুরনগর স্পেশাল (রানাঘাট-বনগাঁ হয়ে), ভোর ৪টে ০৫ মিনিট: লালগোলা-ঠাকুরনগর স্পেশাল (রানাঘাট-বনগাঁ হয়ে)

সকাল ৬টা ৩৫ মিনিট: ক্যানিং-ঠাকুরনগর স্পেশাল (বালিগঞ্জ-দমদম হয়ে), সকাল ৫টা: নামখানা-ঠাকুরনগর স্পেশাল (বালিগঞ্জ-দমদম হয়ে)

মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ এবং বুধবার, ১৮ মার্চ (৮টি ট্রেন)

সকাল ১১টা ২০ মিনিট: গেদে-ঠাকুরনগর স্পেশাল, ভোর ৪টে ৫০ মিনিট: লালগোলা-ঠাকুরনগর স্পেশাল, সকাল ৬টা ৩৫ মিনিট: ক্যানিং-ঠাকুরনগর স্পেশাল , সকাল ৫টা: নামখানা-ঠাকুরনগর স্পেশ্যাল বিকেল ৪টে ৩৫ মিনিট: ঠাকুরনগর-গেদে স্পেশাল, দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিট: ঠাকুরনগর-লালগোলা স্পেশাল, বিকেল ৫টা: ঠাকুরনগর-ক্যানিং স্পেশাল , বিকেল ৪টে ০৫ মিনিট: ঠাকুরনগর-নামখানা স্পেশাল

সূচি বদলে বড় ফ্যাক্টর বিরাট-রোহিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ২০ দিন পরেই শুরু হচ্ছে আইপিএল। আবার মে মাসের শেষে আইপিএল শেষ হতে না হতে চলতি বছরে দ্বিতীয়ার্ধে টানা ওয়ান ডে সিরিজ। খেলবে ভারত। সূচি অনুযায়ী ১৭টি ওয়ান ডে ম্যাচ থাকছেই, সংখ্যাটা বেড়ে ২৩ থেকে ২৫ হতেই পারে। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই সময়ে ভারতীয় বোর্ডের কাছে ওয়ান ডে সিরিজ। খেলতে চেয়ে আবেদন করেছে। অনেকেই মনে করছেন, এই আবেদনের পিছনে রোহিত-বিরাটের খেলার সম্ভাবনা বা রো-কো ফ্যাক্টর কাজ করছে। অগস্টে টিম ইন্ডিয়ার শ্রীলঙ্কায় দুটি টেস্ট ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল। শ্রীলঙ্কা বোর্ডের পক্ষ থেকে ভারতীয় বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে, দুটি টি-টোয়েন্টির বদলে যাতে তিনটি ওয়ান ডে খেলে ভারত। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, ভারত ওয়ান ডে সিরিজ। খেললে শ্রীলঙ্কার দর্শকরা কেরিয়ার শেষের আগে রোহিত-বিরাটকে দেখার সুযোগ পাবেন। জুলাইয়ে ভারত সংক্ষিপ্ত সফরে যাবে ইংল্যান্ড, সেখানে তিনটি ওয়ান ডে খেলার কথা। এখন আয়ার্ল্যান্ড অনুরোধ করেছে, যাতে ইংল্যান্ড সফরের পরে ভারত তাদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে খেলে। দুই বোর্ডের কথাবার্তা চলছে, সিরিজ। চূড়ান্ত হলে ভারত জুলাইয়ে আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদাম্পটনে তিনটি ওয়ান ডে খেলবে। কিংবা খেলা হতে পারে ডাবলিনে। সূচি অনুযায়ী ২০২৬ সালে ১৭টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার কথা ভারতের। এখন শ্রীলঙ্কা ও আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি করে ম্যাচ যোগ হলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ২৩।

এতেই শেষ নয়। দু'দেশের সম্পর্ক ঠিক হলে ভারত সেপ্টেম্বরে তিন ওয়ান ডে ও তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারে বাংলাদেশে। এ ছাড়া জিম্বাবোয়ে বোর্ডও ভারতকে অনুরোধ করেছে, তিন ম্যাচের একটা ওয়ান ডে সিরিজ। তাদের দেশে খেলার জন্য। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরে সব দেশই এখন ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় ওয়ান ডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নেবে। ভারত ব্যতিক্রম নয়।

আবার ২০২৫-২০২৭ সালের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে ভারতকে এখনও ন'টি টেস্ট খেলতে হবে। অগস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি অ্যাওয়ে টেস্ট, নভেম্বরে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও দুটি অ্যাওয়ে টেস্ট। এর পরে ২০২৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দেশের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এই সাইকেলে ৯টি টেস্ট খেলে ভারত জিতেছে ৪টি টেস্ট, হার ৪টিতে, ড্র একটি। এখন টেবলে তারা আছে ষষ্ঠ স্থানে।

ভারতের ওয়ান ডে সূচি (২০২৬), আফগানিস্তান, ৩ ম্যাচ, হোম, ১৪-২০ জুন, ইংল্যান্ড, ৩ ম্যাচ, অ্যাওয়ে, ১৪-১৯ জুলাই
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৩ ম্যাচ, হোম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, নিউজিল্যান্ড, ৫ ম্যাচ, অ্যাওয়ে, নভেম্বর, **শ্রীলঙ্কা, ৩ ম্যাচ, ডিসেম্বর, হোম**

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মিডফিল্ডে জোর মোহনবাগানের, রবিনহোর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (ISL) দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। টানা চারটি ম্যাচ জিতে ইতিমধ্যেই লিগে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এবার তাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ-অ্যাওয়ে ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে লড়াই। শনিবার, ১৪ মার্চ বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীলদের হারানো যে সহজ নয় তা ভালো করেই জানেন সার্জিও লোবেরা। ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে দলের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা এবং মিডফিল্ডার অনিরুধ থাপা। চলতি মরশুমে মোহনবাগান প্রতিটা ম্যাচ জিতে শীর্ষে আছে। প্রতিবারের মতোই এ বারো দল শুরু করেছে একই ছন্দে। সের্জিও লোবেরা জানান, দল এখন পর্যন্ত যে ফল করেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট। তবে অতীত নিয়ে ভাবার সময় নেই, সামনে কী আসছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে তাদের মাঠে খেলা সবসময়ই কঠিন।' তবুও এই ম্যাচকে তিনি একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন। লোবেরার মতে, যদি ট্রফি জিততে হয়, তাহলে কঠিন মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষকে হারানোর মানসিকতা থাকতে হবে।

এবারের মরশুমে এটি মোহনবাগানের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ। এ বিষয়ে লোবেরা বলেন, 'ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেললে অবশ্যই সুবিধা থাকে। কিন্তু লিগের নিয়ম অনুযায়ী অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতেই হবে।' তাই তিনি এই চ্যালেঞ্জকে ইতিবাচক ভাবেই নিচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, দল যে ভাবে অনুশীলন করছে তাতে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেঙ্গালুরুর তারকা ফুটবলার সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে আলাদা কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে লোবেরা জানান, নির্দিষ্ট কোনও খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করা হয় না। তাঁর মতে, ফুটবল একটি দলগত খেলা। পুরো দল হিসেবে খেললেই প্রতিপক্ষকে হারানো সম্ভব। এই ম্যাচে মোহনবাগান রক্ষণকে কড়া পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। বিপক্ষে সুনীল ছেত্রী ছাড়াও রাহুল ভেকে, নরেশের মতো প্লেয়াররা আছেন। রক্ষণে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর মতো প্লেয়ার আছেন।

রবসন রবিনহোর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা জারি রাখলেন লোবেরা। জানালেন দু'দিন অনুশীলনের পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অন্যদিকে মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা জানান, দলের নির্দিষ্ট গেমপ্ল্যান রয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা মেনে খেললেই সাফল্য আসবে। গত মরশুমের ফল নিয়ে ভাবতে নারাজ তিনি। থাপার মতে, এই মরশুমে দলের খেলার ধরণ কিছুটা বদলেছে এবং মিডফিল্ডে বেশি পাস খেলার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

থাপা আরও বলেন, সতীর্থ আপুইয়ার সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া ভালো। দুজনের খেলার ধরনও অনেকটা একই রকম। তাই মাঝমাঠে আক্রমণ ও রক্ষণ-দুই দিকেই ভারসাম্য রাখতে পারছেন তারা।

সব মিলিয়ে কঠিন লড়াইয়ের আগে আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান শিবির। এখন দেখার, বেঙ্গালুরুর মাঠে সেই আত্মবিশ্বাস কতটা ফল দেয়।

মনে এখনও দগদগে যুদ্ধের ক্ষত, আতঙ্কে কোর্টেই নামতে পারছেন না সিন্ধু

নিজস্ব সংবাদদাতা: অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের পর এ বার সুইস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। মানসিক ও শারীরিক ধকল কাটানোর জন্যই তিনি টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে সমর্থকরা বেশ চমকেই গিয়েছেন।

ঘটনাটি কী?

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে পিভি সিন্ধুর উপরেও। তিনি অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নেওয়ার জন্য বার্মিংহাম যাচ্ছিলেন। দুবাইতে তাঁর হল্ট ছিল। সেই সময়ে ইরান হামলা চালায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে, বন্ধ হয়ে যায় দুবাইয়ের সব বিমান চলাচল। সিন্ধু আটকে পড়েন। এর পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ফলে তাঁর আর অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া হয়নি।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে থাকায় সিন্ধু মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে ধাক্কা খেয়েছিলেন। সেটা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতেই তিনি

সুইস ওপেনে না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মিশ্র বলেন, 'পিভি সিন্ধু সুইস ওপেনে খেলছে না। আমরা সবাই জানি দুবাইতে ওর উপর দিয়ে কী গিয়েছিল। তাই ও বার্মিংহামে খেলতে যায়নি। ওর আরও কিছুটা সময় লাগবে।'

দুবাই থেকে ফিরে পিভি সিন্ধু তাঁর কঠিন সময় নিয়ে কথা বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, দুবাইয়ে কাটানোর দিনগুলো খুব চাপের ছিল এবং তিনি পুরো ভয়ের মধ্যে ছিলেন। বলেন, 'আমি মনে করি, এই সময়টা আমাকে চুপচাপ থাকতে হবে। কেউ বলতে পারবে না এখন চুপ থাকতে হবে।'

দুবাইতে পিভি সিন্ধু

২৮ ফেব্রুয়ারি সিন্ধু দুবাই পৌঁছন। সেখানে থেকে তাঁর ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির জন্য তিনি দুবাইতে আটকে যান।

সাদা বলে গম্ভীরের আসল পরীক্ষা তো পরের বছর! T20 বিশ্বকাপ জয়ের ওয়ার্নিং সৌরভের

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রথম ভারতীয় কোচ হিসেবে দুটি আইসিসি ট্রফি জিতেছেন। ২০২৫ সালে জিতেছিলেন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আর দিনকয়েক আগে জিতলেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে এখনও 'আসল পরীক্ষার' মুখে বসতে হয়নি। সেই 'পরীক্ষায়' বসতে হবে আগামী বছর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সময়। সেইসঙ্গে টেস্টেও গম্ভীরদের পারফরম্যান্স ভালো করতে হবে বলে জানিয়েছেন সৌরভ।

গম্ভীর কি পারবেন? কী মত সৌরভের?

সংবাদমাধ্যম মানিকন্ট্রোলের সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা বলে ওর আসল পরীক্ষা হবে। ওর পরীক্ষা নেবে ওখানকার পরিবেশ। কিন্তু আমি আত্মবিশ্বাসী, ওর হাতে যে দল আছে, তাতে ও সফল হবে। উল্লেখ্য, আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ায় ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ আছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেটাই হবে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির শেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট। ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর হৃদয়ভঙ্গের পরে ২০২৭ সালে বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া রোহিত, বিরাট-সহ পুরো টিম ইন্ডিয়া।

তারইমধ্যে আপাতত গম্ভীরদের ফোকাস থাকবে টেস্ট ক্রিকেটের দিকে। গম্ভীরের আমলে ভারতের টেস্ট দলের পারফরম্যান্স একেবারে তলানিতে ঠেকে গিয়েছে। দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘরের মাঠে ঘূর্ণি উইকেট বানিয়ে তাতে হেরে যাওয়ার কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছেন গম্ভীর। হেরেছেন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েও। তবে তারপরও গম্ভীরের উপরে আস্থা রেখেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

ঘূর্ণি উইকেট নয়, ভালো উইকেটে জোর দাও, গম্ভীরকে পরামর্শ সৌরভের

সেই রেশ ধরে সৌরভ বলেছেন, 'লাল বলের ক্রিকেটে ওকে আরও উন্নতি করতে হবে। আর সেটা করার উপায় হল যে উইকেটের (পিচের) বিষয়ে কম ভাবতে হবে। নিজের মাথা থেকে পিচের বিষয়টা ঝেড়ে ফেলতে হবে। ইংল্যান্ড সিরিজের কথাই ভাবুন। ও পিচ নিয়ে কিছু করতে পারেনি। আর আপনি ফলাফল দেখুন (ইংল্যান্ডে গিয়ে ২-২ ড্র করেছিল ভারত)। দেশের মাঠে ওর টার্নারে খেলার দরকার নেই। ভালো উইকেটই ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে।'

Owner Printer Publisher by ASHIM DEBNATH, from 43/68,Harisabha Road Extention,Nonachandanpukur, Barrack pore, North 24 Parganas
Pin 700122. Printed at Surnandan Printing Press, Rabindrapally,Baghajatin. kolkata - 700086, South 24Parganas.Place of Publication 6/2D/2A, Sapgachi 2nd Lane, C.N Roy Road, Kolkata-700039. Editor- ASHIM DEBNATH. Phone : 9804186490. Email: samakaal.com@gmail.com